ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩২২১
আগরতলা,২৬ মার্চ,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

২৬ মার্চ, ২০২৫ তারিখে প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় "৩৫ লক্ষের গটআপ টেন্ডার" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের নজরে এসেছে। এ বিষয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে এক স্পষ্টিকরণে জানানো হয়েছে যে, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প / উদ্যোগের সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা ও রূপায়ণসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে জনগণের মতামত সংগ্রহ করে অডিও-ভিডিও কনট্যান্ট তৈরি এবং তা সামাজিক মাধ্যমে প্রচারের উদ্দেশ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত সংস্থা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রতি মাসে ১৫ মিনিট সময়ব্যাপী অডিও-ভিডিও কনট্যান্টে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, সচেতনতা বৃদ্ধি, জনমত এবং পরবর্তী পদক্ষেপসহ মোট ৫টি বিভাগ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কার্যকরভাবে প্রচার সুনিশ্চিত করতে সংস্থার একটি জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যম থাকতে হবে। উদ্ভাবনী সৃষ্টি, সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত পোস্টসহ তার সঠিক পরিচালনা নির্বাচিত সংস্থাটিকে সুনিশ্চিত করতে হবে। উপযুক্ত ফরম্যাটে কনট্যান্টের পুনঃপ্যাকেজিং অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সংস্থাটি দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে কনট্যান্ট-এর সঠিক সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকবে। জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম যেমন ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব এবং ইনস্টাগ্রামে সম্মিলিতভাবে সংস্থাটির ন্যূনতম ৫ মিলিয়ন ফলোয়ার থাকা আবশ্যক। গত ৩টি ধারাবাহিক বছরে সংস্থাটির সরকারি দপ্তর / অধিগৃহীত সংস্থা থেকে কমপক্ষে ৩টি ওয়ার্ক অর্ডার থাকতে হবে। গত ৩টি ধারাবাহিক বছরে সংস্থার ন্যূনতম গড় টার্নওভার ১.৪০ কোটি টাকা হতে হবে। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য, টেন্ডার ডকুমেন্টে কনসোর্টিয়ামের বিষয়ে স্পষ্ট বিধান রাখা হয়েছে। উপযুক্ত সংস্থা নির্বাচন সুনিশ্চিত করতে অত্যাবশ্যক যোগ্যতাবলীর উপর যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে, টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলি টেকনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন করার জন্য মানদন্ড তৈরি করা হয়েছে। শুধুমাত্র টেকনিক্যালি কোয়ালিফায়েড বিডারদেরই ফিন্যান্সিয়াল বিড ইভ্যালুয়েশনের জন্য বিবেচনা করা হবে এবং সর্বনিম্ন দরদাতাকে নির্বাচন করা হবে।

সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির পরামর্শমত এবং সম্মতিক্রমে টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরি করার পর গত ৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে প্রথমবারের মত জেম পোর্টালে দরপত্র আহ্বান করা হয়। যদিও ২ জন দরদাতা অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু প্রযুক্তিগতভাবে যোগ্য দরদাতার অভাবে সেই টেন্ডার বাতিল করা হয়েছিল। এরপর, ৪ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে দ্বিতীয়বারের মতো ই-টেন্ডার পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হয়। কিন্তু মাত্র ১ জন দরদাতা দরপত্র জমা করায় ঐ প্রক্রিয়াও বাতিল করা হয়। তৃতীয়বারের মতো ১২ মার্চ, ২০২৫ তারিখে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হয়। তবে, প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে তা বাতিল করে গত ২১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে পুনরায় ই-টেন্ডার পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হয় যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির প্রতিনিধিরা রয়েছেন এবং প্রতিটি পর্যায়ে পদক্ষেপগুলি স্বচ্ছ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে। টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরিতে অনুসৃত পদ্ধতি, বারংবার দরপত্র আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা, দরপত্র মূল্যায়নের জন্য গৃহীত পদ্ধতি ও মূল্যায়নের ফলাফলই প্রমাণ করে যে কোনও বিশেষ সংস্থাকে বাড়তি সুবিধা দেওয়ার যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

*****